সৌমিত বসু

পুনর্জন্ম

গাছের গভীর থেকে চাঁদ ওঠে প্রেতের মতন
দাউদাউ উৎসবের মতো সেইসব প্রেত
ভরে দেয় আমাদের ফুটোফাটা বিছানাপত্তর
তখন স্বপ্ন বলতে আঁশবটি,
ধারালো মাছের মতো আলো
তখন চাঁদ বলতে অবিকল তোমার মতন।

তুমি তবে শুধু অশ্রুপাত?
এক একটি রাত নখে বেঁধা আস্ত আলপিন?
জঙ্গল ভেঙে ভেঙে ধুলোয় পাতার ওড়া গান?
যতদূর দেখা যায় ততই পৃথিবী
ভারী হয় নিতম্বের মতো
পথের নিশানা দেয় জ্বলে ওঠা চেনা মৃতদেহ
ধীরে ধীরে চাঁদ জাগে দুই চোখে পুড়িয়ে আকাশ
গাছের গভীর ছুঁয়ে জেগে ওঠা সদ্য বিধবা সভয়ে কাপড় ছাড়ে।

তুমুল ভাবনার রঙ সার সার নদী ও আকাশে
চাঁদের গভীর থেকে গাছ ওঠে জড়িয়ে মানুষ।

গৌতম রায় চৌধুরী

মনদরিয়া

তোমাকে দিতে বড়ো সাধ হয়
হারিয়ে যাওয়া বাড়ির রোয়াক
আর ছেলেবেলার ভিজে বিকেল,

বদলে তুমি চেয়ে বসলে
সাউথসিটির ব্যালকনি
আর সিসিডির ঠান্ডায় গরম কফি।

তোমাকে দিতে চেয়েছিলাম
বর্ষার সুবর্ণরেখা আর
সানতালিখোলার নির্মল নির্জনতা,
বদলে তুমি আব্দার করলে
নলবনের নৌকা আর অথৈই জল
নাম-না-জানা রিসর্টের হাতছানিময় বাংলো।

তোরঙ্গো থেকে বেছে নিলাম
জংলা ডুরে শাড়ি, তোমায় নতুন করে পাবো বলে
অবহেলায় বদলে নিলে বাহারী লেহেঙ্গাতে।

ডেকে আনলাম মেঘের চাদর
পেতে দিলাম শীতলপাটি

সুদীপ কুমার চক্রবর্তী

সন্দীপন পাঠশালা

এই হলো সন্দীপন পাঠশালার ছাত্র নিবাস
অগ্নিমুখ থেকে নৈঋতের পাঠ নিতে নিতে
এখন ওরা ঈশান কোণে অবস্থান করে।

নৈমিত্তিক খাদ্যাভ্যাসে এখন তরল গরল হজম করে
চারুকলায় খোদাই করে বিগত শতাব্দীর প্রত্নতাত্ত্বিক বয়নশিল্প।

ওদিকে জ্ঞান উদগীরণ এর ফুজিয়ামায় সত্তরটি
জ্বালামুখ। হিম ছায়ার বনস্পতি তো পুড়ে ছাই।

সান্ধ্যকালীন ভায়োলিন অনুশীলনে ঝরে পড়ে আত্মঘাতী খেদ।

অশ্রু কণার উথাল পাথাল কোথাও নেই — আছে কেবল চোরা মরুস্রোত।

সন্দীপন পাঠশালার সিলেবাসে ম্যানারিজমের পরিশিষ্ট ছিঁড়ে যত্র তত্র হাওয়ায় ওড়ে।

ভাইরাসের মতো উড়ে বেড়ায় ইগোমাত্রিক বায়বীয় জেদ।

হাননান আহসান

উষ্ণতা

হাতের কাছে সবই ছিল আতসবাজি
একাদোক্কা নীল দোপাটি টগর চাঁপা
ছিঁচকাঁদুনে মৌমাছি সে খেলছে লুডো
তবু তোমার চলন গমন এতই মাপা।

নিঝুম রাতে একলা খানিক বসেই ছিলে
মনের মধ্যে হাজার পাখি তালপুকুরে
আগন্তুকের জন্য কেবল ভাবনা থাকে
পাগল আমি ছন্দবদ্ধ থাকছি দূরে।

আকাশলীনা ভাসতে ভাসতে যাচ্ছে উড়ে
চতুষ্পাঠী ভিতর চারায় দৃপ্ত ছুঁয়ে
নিগীর্ণ সেই ইচ্ছেগুলো ফিনিক্স পাখি
উষ্ণতা আর নিষ্কলঙ্ক যাচ্ছে ধুয়ে।

এইখানে এক পদ্য লেখক সজাগ থাকে
বুক পকেটে বাঘ আঁকা এক সবুজ পাতা
নাদুসনুদুস পৃষ্ঠদেশে কর্মযাপন
ছিঁচকাঁদুনে পারলো না তার ভরতে খাতা।

সুস্মেলী দত্ত

নগরকেন্দ্রিক

প্রতিটি আগুন জানে রাজপথ কথা
কখন কীভাবে তার ধূমায়িত ছাই
শখ নয় সাধ নয় খেলা কানামাছি
বাগান ছুঁয়েছে জল মেঘ নামে রাঁই

প্রতিটি লাজুক চোখ বৃষ্টির ঘোরে
রঙ খোঁজে খোঁজে রঙ শব্দের বাঁধা
ওলটপালট আর মৃত্যুর শেষে
তাবিজে ও লাল সুতো তান্ত্রিক আধা

প্রতিটি আকাশ মানে ভূগোলের স্তব
ইতিহাস অনুবাদে ঘেমো প্রশ্বাস
নয় নয় টিকে থাকা কবিতা ও প্রেমে
সিদ্ধ যাপন ছক বেশরম লাশ।

সুশান্ত দে

স্বাধীনতা

রাত একটায় পানঘাটে বসে উঁচু কলরব
লাল রাস্তায় কুচকাওয়াজে উদ্দাম গাড়ি
দ্বিগুন বয়সী মানুষের কাছে একটু আগুন
স্বাধীনতা আজ ম্লান মেঘে ঢাকা মৃদু অবয়ব

ঘরে ঘরে ঢোকে আড়িপাতা কান চোখে দূরবীন
বেয়নেটে বেঁধা মানব শরীর উল্লাসে পেগ
নীলবাতি জ্বেলে শকটের দৌড় ভুয়ো আহ্লাদ
স্বাধীনতা যেন অভিধানে শুয়ে নিঃস্ব ও দীন

সাড়ে তিন হাত জমির জন্য মিসাইল ভিত
কালো রাত্তিরে আলোর ফুলকি ঝরে যায় প্রাণ
সীমানা বাড়াতে মতলবি রাজা নিশানা বাড়ায়
স্বাধীনতা শুধু দোরে দোরে ঘোরে খোঁজে সংবিৎ

নদীজলে ভাসে রক্ত ও লাশ হাতে রাখা লাল ফুল
মগজের কীট কুরে কুরে খায় মানবিকতার ভ্রূণ
মিছিলের মুখ অন্ধকারে চেটে নেয় নানা ত্বক
ইতিহাস বলে স্বাধীনতা ছলে ক্রমাগত কত ভুল

শরতের মেঘ সাগর লহরী প্রাণী প্রকৃতির মতো
মানুষ স্বাধীন হয়নি কখনো হয় ক্ষতবিক্ষত।

শ্রীপর্ণা বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রবজ্যা

এখন এসেছে নোঙর তোলার পালা,
বেশ কিছুদিন বন্দরসুখ হল;
এবার না হয় ঢেউ গুনে গুনে চলা,
তটভূমি ফেলে দিক ভুলে যাই চলো।

অনেক হয়েছে হিসেব নিকেশ কষা,
মানচিত্রের দেহজোড়া আঁকিবুকি;
এবার না হয় কম্পাস ফেলে ভাসা,
নিয়েই দেখি না পথ হারাবার ঝুঁকি।

বড়ো একঘেয়ে লাগে পরিচিত ছোঁয়া,
একই তৈজসে একই পদ রেঁধে খাওয়া।
একবার নয় বেছে নিই মাধুকরী,
গাছের তলায় শিবির বিছিয়ে শোওয়া।

এবার তাহলে পৃথিবীর সব সুখ
জমা হয়ে থাক অমারাত্রির কাছে,
শখ করে ঝড় যখন ফেলেছি কিনে
ফেরার রাস্তা তখন কি খোলা আছে?